কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৩ নভেম্বর, ২০২২ ২৩:১৪

ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অবরুদ্ধ

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে গতকাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ছবি : কালের কণ্ঠ

টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন আন্দোলনকারীরা। তৃতীয় শ্রেণির ২২ জন কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী করাসহ ১৪ দফা দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় উপাচার্যকে তাঁর কার্যালয়ের ভেতরে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, প্রক্টর ও শিক্ষক সমিতির নেতারা উপাচার্য ও কর্মচারী সমিতির নেতাদের সঙ্গে কয়েক দফা কথা বলেছেন। কিন্তু কর্মচারীরা তাঁদের দাবিতে অনড়।

আন্দোলনকারী ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী সমিতির সভাপতি মাহফুজুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘তৃতীয় শ্রেণির ২২ জন কর্মচারী তিন বছর ধরে অস্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন

বিভাগে কাজ করছেন। সম্প্রতি ১৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আমাদের দাবি ২২ জনকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হোক। সমিতির পক্ষ থেকে গত ৩০ অক্টোবর উপাচার্যকে ১৪ দফা দাবির একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু উপাচার্য আমাদের সঙ্গে অবজ্ঞা ও অবহেলার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি দাবি মানছেন না। তাই সমিতির পক্ষ থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতিও একাত্মতা প্রকাশ করেছে।'

মাহফুজুর রহমান বলেন, 'আমাদের সমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব সদস্য কর্মবিরতি পালন করবেন। তবে অ্যাম্বুল্যান্স, ছাত্রছাত্রী সংশ্লিষ্ট এবং জরুরি সেবাগুলো চালু থাকবে। এ ছাড়া পরিবহনসহ অন্যান্য সেবা বন্ধ থাকবে।'

উপাচার্য ফরহাদ হোসেন অবরুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে কালের কণ্ঠকে বলেন, '২০১৯ সালে তৎকালীন উপাচার্য তৃতীয় শ্রেণির ২২ জন কর্মচারীকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে দুই দফায় ১৫টি পদের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ওই ১৫ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী সমিতি ১৫ পদের বিপরীতে ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। এমনকি তারা কোনো লিখিত পরীক্ষাও দিতে রাজি নয়। তারা শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি স্থায়ী করার দাবি জানিয়েছে।'

উপাচার্য বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি ইউজিসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে একাধিকবার দেনদরবার করেছি। তিনি বাকিদের নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন। আশা করি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'চলমান সমস্যা সমাধানে আমরা শিক্ষক প্রতিনিধিরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেছি। পাশাপাশি ঢাকায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।'

Print

সম্পাদক : শাহেদ মুহাম্মদ আলী,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রধান কার্যালয় : প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ ও সুপ্রভাত মিডিয়া লিমিটেড ৪ সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ ও কালিবালা দ্বিতীয় বাইপাস রোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।
পিএবিএক্স : ০৯৬১২১২০০০০, ৮৪৩২৩৭২-৭৫, বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৮৪৩২৩৬৮-৬৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮৪৩২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮৪৩২০৪৭, সার্কুলেশন : ৮৪৩২৩৭৬। E-mail : info@kalerkantho.com